ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
নগর ভবন
৮১ গুলশান এভিনিউ, ঢাকা।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলরগনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ৩য় কর্পোরেশন সভার কার্য-বিবরণী ঃ

সভাপতি	ঃ	জনাব **আনিসুল হক** **মাননীয় মেয়র** ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
তারিখ	ঃ	১৪/০৪/১৪২২ বঙ্গাব্দ ২৯/০৭/২০১৫খ্রিঃ
সময়	ঃ	বেলা ১১ : ০০ টা
স্থান	ঃ	উত্তরা কমিউনিটি সেন্টার, (বাড়ী নং-২০, রোড-১৩/ডি, সেক্টর-৬, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০)

সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দের নামের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"

সভার প্রারম্ভে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সচিব সভায় উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্য'কে স্বাগত জানিয়ে বলেন যে, ৩য় কর্পোরেশন সভাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন কারন, এ সভায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সংশোধিত ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হবে। মাননীয় মেয়র সভায় উপস্থিত সকল কাউন্সিলর ও বিভাগীয় প্রধানদের সংগে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং গুরুত্বপূর্ন এ সভায় কাউন্সিলরবৃন্দ'কে প্রস্তাবিত বাজেট এর উপর সুচিন্তিত মতামত দানসহ বাজেট অনুমোদনে সক্রিয় অংশগ্রহণে আহবান জানিয়ে সভা পরিচালনার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'কে অনুরোধ করেন। তদনুযায়ী প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব বি এম এনামুল হক এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনার সূত্রপাত করেন।

২। **আলোচ্যসূচী (ক) ঃ বিগত ১১/০৭/২০১৫খ্রিঃ তারিখের ২য় কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।**

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গত ১১/০৭/২০১৫খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্পোরেশনের ২য় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের লক্ষ্যে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় বিগত ১১/০৭/২০১৫খ্রিঃ তারিখের ২য় কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণে উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন।

আলোচ্যসূচী (খ) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট পেশ, আলোচনা/পর্যালোচনা ও অনুমোদন।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য বাজেট অনুমোদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতদসংক্রান্তে স্থানীয় সরকার সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ৫০(১) ধারা অনুযায়ী ১১/০৭/২০১৫খ্রিঃ তারিখে অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। অর্থ ও সংস্থাপন কমিটি একই আইনে ৫৬(ক) ধারা মতে বাজেটের প্রাক্কলন পর্যালোচনা ও সুপারিশ করেন। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ মফিজুর রহমান, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৯ কে কমিটির প্রতিবেদন উপস্থাপনের আহবান জানান। অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব মফিজুর রহমান সভাকে অবহিত করেন যে, বিগত ১৩/০৭/২০১৫ ও ২৭/০৭/২০১৫খ্রিঃ তারিখে উক্ত কমিটির সদস্যদের নিয়ে তিনি ২টি সভায় মিলিত হয়েছেন। সভায় প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম ২০১৪-২০১৫অর্থ বছরের সংশোধিত এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করেন। সহকারী সচিব ও কমিটির সদস্য সচিব সাজেদা সুলতানা সীমা কমিটি'কে সাচিবিক সহযোগিতা প্রদান করেন। কমিটির সভাপতি তাঁকে সহ অন্য ০৭ জন কাউন্সিলর'কে অর্থ ও সংস্থাপন কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করায় তিনি মাননীয় মেয়র ও কাউন্সিলরদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। গঠিত কমিটির সভায় প্রস্তাবিত বাজেট পর্যালোচনান্তে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত/সুপারিশ করা হয় ;

(১) সরকারী বিশেষ অনুদান ৫০.০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০.০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা।

(২) সড়ক ও ট্রাফিক অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ ও উন্নয়ন খাতে ১৪৫.০০ কোটি হতে ১৬০.০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা।

(৩) ইউনাইটেড হাসপাতালের বকেয়া হোল্ডিং কর আদায়ের বিশেষ করে ৩৬ কোটি টাকা আদায়ের অফিসিয়াল পদক্ষেপ নেয়ার অনুরোধ।

(৪) কবরস্থান উন্নয়ন ব্যয় ৫.০ কোটি টাকা হতে ১০.০০ কোটি টাকা এবং পার্ক উন্নয়ন খাতে ২.৫০ কোটি টাকা হতে ৭.৫০ কোটি টাকায় উন্নীত করা।

(৫) সমাজ কল্যাণমূলক খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।

(৬) গঠিত কমিটি সর্বসম্মত ভাবে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ৮০৩.১৯ কোটি টাকা এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত ১৬০১.৯৫ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদনের সুপারিশ প্রদান করেন।

সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, যে কোন সংস্থার জন্য বাজেট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, কর্পোরেশন মোট ২৪টি খাত হতে রাজস্ব আয় করে থাকে এবং বিভিন্ন খাতে আবশ্যিক রাজস্ব ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত অর্থ রাজস্ব উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতদব্যতীত সরকারী অনুদান ও জিওবি অর্থায়নে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। সর্বোপরি অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সুপারিশ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ২০৪১.৮৭ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদন করা হয়। অর্থ বছর শেষে বাজেট বাস্তবায়নের পর ৮০৩.১৯ কোটি টাকায় বাজেট সংশোধিত হয়। আয় ও ব্যয়ের খাত পর্যালোচনা পূর্বক ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জন্য ১৬০১.৯৫ কোটি টাকার বাজেট পেশ করা হয়।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের উপর আলোচনা/পর্যালোচনায় অংশগ্রহণের আহবানের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সম্মানিত কাউন্সিলরগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঃ

(ক) জনাব হাবিবুর রহমান, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩২ ঃ তিনি স্বল্পতম সময়ে একটি সুন্দর বাজেট উপস্থাপনের জন্য মাননীয় মেয়র ও সংশ্লিষ্ট সকল'কে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরো বলেন মাদক একটি জাতীয় ব্যাধি। মাদকমুক্ত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন চাই মর্মে প্রচারণার ব্যবস্থা রাখার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। তিনি আরো বলেন বিভিন্ন কাজে এলাকা পরিদর্শনের সময় মেয়র মহোদয় তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করে থাকেন। এ সকল প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য মেয়র মহোদয়ের ঐচ্ছিক তহবিল ৫ কোটি থেকে কমপক্ষে ২৫ কোটি টাকায় উন্নীত করনের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। সবাই সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রস্তাব সমর্থন করেন।

(খ) জনাব জামাল মোস্তফা, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪ ঃ স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট উপস্থাপনের জন্য ধন্যবাদ জানান। উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা বাবদ ব্যয়িত অর্থ অবৈধ দখলদারদের নিকট থেকে আদায় করে কর্পোরেশনের তহবিলে জমা করার প্রস্তাব দেন। প্রত্যেক ওয়ার্ডে একটি করে জবাইখানা ও ডাম্পিং ষ্টেশন নির্মাণের তাগিদ প্রদান করেন। শহরে প্রবেশকালে পরিবহনের উপর সিটি কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণে টোল প্রথা চালু করণের জন্যও তিনি মতামত প্রকাশ করেন।

(গ) খালেদা বাহার বিউটি, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-৭ (ওয়ার্ড নং-১৯, ২০ ও ২১) ঃ আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন মাদকমুক্ত ও অংশীদারিত্বমূলক সমাজ গঠনের বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। পলিথিন মুক্ত করার বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। বৃক্ষরোপনের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থ ৩ কোটি থেকে ৫ কোটি টাকায় বৃদ্ধির উপর জোর দেন। তিনি সবুজ ঢাকা উপহার সংক্রান্ত মাননীয় মেয়রের প্রতিশ্রুতির বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি পরিবেশ বান্ধব ব্যাগ চালু করণের উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ করেন এবং প্রতিটি ওয়ার্ডে রাজউক ও অন্যান্য সংস্থার সাথে আলোচনাক্রমে জলাশয়গুলিতে মৎস্য চাষের ব্যবস্থা এবং প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে নার্সারী স্থাপনের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

(ঘ) রাজিয়া সুলতানা ইতি, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-৫ (ওয়ার্ড নং-৯, ১০ ও ১১) ঃ গ্রীন সিটি করার জন্য বৃক্ষ রোপনের ক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়ানো এবং মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের বিষয়ে মতামত প্রদান করেন।

(ঙ) আলেয়া সারোয়ার ডেইজি, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-১২ (ওয়ার্ড নং-৩১, ৩৩ ও ৩৪) ঃ বক্তব্যের শুরুতে তিনি সকল'কে ঈদের শুভেচ্ছা জানান এবং আগষ্ট মাস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'কে স্মরণ করেন। রিকসা লাইসেন্স ওয়ার্ড ভিত্তিক করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

(চ) শাহানাজ পারভিন, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-১ (ওয়ার্ড নং-১, ১৭ ও ১৮) ঃ সুন্দর বাজেট উপহার দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল'কে ধন্যবাদ জানিয়ে ১৭ নং ওয়ার্ডের প্রতি মনোযোগী হতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন জলাবদ্ধতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(ছ) মেহেরুন্নেছা হক, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-৩ (ওয়ার্ড নং-২, ৩ ও ৫) ঃ সুন্দর বাজেট উপহার দেয়ার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকল'কে ধন্যবাদ জানান। তিনি পল্লবী এলাকার ড্রেনসমূহের প্রশস্থ করণের উপর জোর দেন।

(জ) জনাব মোঃ মোবাশ্বের চৌধুরী, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৭ ঃ বাস্তবসম্মত বাজেট উপহার দেয়ার জন্য তিনি সকল'কে ধন্যবাদ জানান।

(ঝ) জনাব দেওয়ান আব্দুল মান্নান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১১ ঃ সকল'কে ঈদের শুভেচ্ছা জানান। স্বল্পতম সময়ে বাজেট উপহার দেয়ার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকল'কে ধন্যবাদ জানান।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্যসূচী (গ) ঃ পঞ্চবার্ষিকী কর পুনঃমুল্যায়ন (General Assesment) করন ঃ

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন যে, The Municipal Corporation (Taxation) Rules -1986 এর বিধি ২১ অনুযায়ী প্রতি ৫ বছর অন্তর অন্তর পঞ্চবার্ষিকী কর পুনঃমূল্যায়ন/পুনঃনির্ধারণ করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও দীর্ঘ ২৫ বছর যাবত কর পুনঃমূল্যায়ন (General Assesment) করা হয়নি। ফলে চলমান নির্ধারিত ট্যাক্সের তুলনায় পূর্ববর্তী সময়ে নির্ধারিত ট্যাক্সের পরিমান/হার অত্যন্ত কম এবং ট্যাক্স ধার্য আদায়ের ক্ষেত্রে বিরাট বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী কর পুনঃমূল্যায়ন বা General Assesment করা হলে করের পরিমান কয়েকগুন বৃদ্ধি পাবে এবং কর এর ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য দুরীভূত হবে ও সমতা আসবে। উল্লেখ্য সর্বশেষ ১৯৮৯-১৯৯০ সনে কর পুনঃমূল্যায়ন করা হয়েছিল।

সভাপতি বলেন যে, General Assesment করার ফলে করের ক্ষেত্রে সমতা আসবে।

রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদনে কর পুনঃমূল্যায়ন (General Assesment) করার নিম্নরূপ কারণ ও সুবিধা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

(১) পঞ্চ-বার্ষিকী কর পুনঃমূল্যায়নের ফলে পাশাপাশি হোল্ডিং এর কর ধার্যের বৈষম্য দুরীকরণ করা সম্ভব হবে। কারণ ৩০ বছর আগে হোল্ডিং কর হার ছিল খুবই সামান্য। কিন্তু বর্তমানে হোল্ডিং করের হার বাড়লেও পুরাতন ভবনের করের হার একই রয়েছে। অথচ পার্শ্বে একটি নতুন ভবন নির্মিত হলে তার কর ধার্য করা হয় বর্তমান হারে। ফলে ২টি পাশাপাশি ভবনের ভাড়ার পরিমান প্রায় একই হলেও নতুন ভবন মালিকের তুলনায় পুরাতন ভবনের মালিক'কে অনেক কম পরিমান হোল্ডিং কর পরিশোধ করতে হয়। এতে দৃশ্যমান বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা বলেন যে, পঞ্চ-বার্ষিকী কর পুনঃমূল্যায়ণ হলে এ ক্ষেত্রে উভয়ের হোল্ডিং করের পরিমান সমান হবে এবং বৈষম্য দুরীকরন হবে।

(২) কর্পোরেশন আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হবে।

(৩) নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

(৪) কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আর্থিক সাহায্য কম নিতে হবে। নিজস্ব অর্থায়নে অনেক প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

(৫) কর দাতাদের উপর কোন অন্যায় হবেনা বরং সমতা আনয়ন করা হবে।

(৬) কেন্দ্রীয় সরকারের উপর সিটি কর্পোরেশনের নির্ভরশীলতা কমবে।

(৭) কর বহির্ভূত হোল্ডিং সমূহ করের আওতায় আসবে এবং প্রকৃত হোল্ডিং সংখ্যা নিরুপিত হবে। তাছাড়া লাইসেন্সবিহীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করের আওতায় আসবে।

(৮) কর ধার্যের ক্ষেত্রে কোন ভুলত্রুটি থাকলে বা পরিমানে কম দেখানো হলে তা সংশোধন করা হবে।

(৯) যে সকল বাড়ী-ঘর কর ধার্য্যের সময় নিজ বসবাসের সুবিধা নিয়েছে কিন্তু বর্তমানে ভাড়ায় রয়েছে সে ক্ষেত্রে নিজ বসবাসের সুবিধা বাতিল হবে এবং তাতে করের পরিমান বৃদ্ধি পাবে।

(১০) বাড়ী-ঘর নির্মাণের সময় কোন ঋন সুবিধা নিয়ে থাকলে ঋনের মেয়াদ যদি Expire হয় তবে তার পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে। তাতে ঋন সুবিধা প্রত্যাহারের সুযোগ পাওয়া যাবে। তাতে কর ফাঁকি বন্ধ হবে এবং সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।

আলোচ্যসূচী (ঘ) ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক সংস্কার ঃ

সভায় আলোচনা হয় যে, বৃষ্টির কারনে সড়ক সমূহের যথেষ্ট ক্ষতিসাধিত হয়েছে।

আগষ্ট মাসের মধ্যেই ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক সমূহের অগ্রাধিকার তালিকা তৈরী করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন অঞ্চল গুলো হতে কাউন্সিলর বৃন্দের সহযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্থ সড়কের তালিকা ডিএনসিসি'তে প্রেরণ করতে হবে। প্রাধিকার ভিত্তিক তালিকা অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে বোর্ড সভায় অনুমোদন শেষে দ্রুত টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরুর উপর তিনি তাগিদ দেন এবং মে ২০১৬ এর মধ্যে যাবতীয় উন্নয়ন কাজ সমাপ্তির লক্ষে রোড ম্যাপ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেন। ১৫ই মে'র পর বর্ষা মৌসুমে সড়ক খনন করতে না দেয়ার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

আলোচ্যসূচী "ঙ, চ এবং ছ" পরবর্তী কর্পোরেশনের সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে কাউন্সিলরবৃন্দ একমত পোষন করেন।

মাননীয় মেয়র ও সভাপতি বাজেট অনুমোদন ও কর পুনঃমূল্যায়নের কার্যক্রমে সম্মতি প্রদান করায় সকল কাউন্সিলর'কে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন বাজেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। সীমাবদ্ধ সম্পদ নিয়ে একটি কার্যকরি বাজেট প্রণয়ন অত্যন্ত দুরুহ কাজ। তিনি স্বল্পতম সময়ে বাজেট উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল'কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন অনেকে কতিপয় খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করেছেন যেমন- মেয়র এর ঐচ্ছিক তহবিল, ঢাকা'কে সবুজ নগরীতে পরিনত করার জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করণ ইত্যাদি। বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষিতে বিষয়টি সমন্বয় করা হবে মর্মে তিনি সকল'কে আশ্বস্ত করেন। তিনি আরো বলেন প্রস্তাবিত বাজেটে সরকারি/বৈদেশিক সাহায্য/প্রকল্প সাহায্য বাবদ অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত থাকে। তবে সবসময় হিসাব মেলে না। যেমন ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সরকারি/বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট প্রকল্পে ১১০৩.৫০ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে পাওয়া গেছে ১৪০.৩৮ কোটি টাকা। তবে এবারের বাজেটে যে কোন বরাদ্দের ক্ষেত্রে বড় কোন ব্যত্যয় ঘটবে না মর্মে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি আরও জানান যে, "গ্রীন ঢাকার" জন্য সিটি প্লানার, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ কাজ করে যাচ্ছেন। বাজেট নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করেছেন। তিনি সবাইকে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন, রাজউক ও অন্যান্য সংস্থা থেকে লেক, পার্ক ও মাঠ নেয়ার পর সেগুলো উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে। এ খাতে বরাদ্দের পরিমান বাড়ানো হবে। বিলবোর্ড সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে মত বিনিময় করেছেন। তারা আগামী ০৫/০৮/২০১৫খ্রিঃ তারিখের মধ্যে নিজস্ব উদ্যোগে অবৈধ বিলবোর্ড সরিয়ে নেবে। উল্লেখিত সময়ের মধ্যে অবৈধ বিলবোর্ড সরিয়ে না নিলে উচ্ছেদ করা হবে। ২য় কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী যথাসময় কাউন্সিলরগণের নিকট পৌছান সম্ভব হয় নাই উল্লেখ করে পরবর্তী সভা অনুষ্ঠানের অন্তত দুই দিন পূর্বে কাউন্সিলরগণের নিকট কার্যবিবরণী প্রেরণ করা হবে মর্মে তিনি নির্দেশনা দেন।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দাবী-দাওয়া পূরণের বিষয়ে তিনি সভায় উপস্থিত শ্রমিক লীগের সভাপতি জনাব আব্দুর রশিদসহ অন্যান্যদের উপস্থিতিতে বলেন যে, কর্মচারীদের দাবী উপস্থাপনের পূর্বেই কাউন্সিলরবৃন্দ তাদের নিম্নোক্ত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা অনুমোদন করেছেন ঃ-

(১) নিয়মিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ইতোপূর্বে তার পরিবার'কে জীবন বীমার ১ লক্ষ টাকা দেয়া হতো। বর্তমানে উক্ত ১লক্ষ টাকার সাথে আরো ৪ লক্ষ টাকা অনুদানসহ মোট ৫ লক্ষ টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ২ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হবে। যা এবার প্রথমবারের মত চালু করা হচ্ছে। সম্মানিত কাউন্সিলর বৃন্দের মৃত্যুবরণ ও স্থায়ীভাবে অক্ষমতার ক্ষেত্রেও যথক্রমে ৫ লক্ষ ও ২ লক্ষ টাকার অনুদান সংস্থান রাখা হয়েছে।

(২) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর নিয়মিত কর্মচারী, পরিচ্ছন্ন কর্মীগণসহ সকল দৈনিক ভিত্তিক নিয়োজিত কর্মচারীদের স্ত্রী/স্বামী মৃত্যুবরণ করলে ৫০,০০০/- টাকার পারিবারিক অনুদান স্কীম চালু করা হচ্ছে, যা এবার প্রথমবারের মত চালু হচ্ছে।

(৩) শুধু পরিচ্ছন্ন কর্মীগণ চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ইতোপূর্বে তার পরিবার ৫০,০০০/- টাকার সুবিধা পেতেন। এখন থেকে পরিচ্ছন্ন কর্মীসহ অন্যান্য দৈনিক ভিত্তিক নিয়োজিত শ্রমিকগণ চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাদের পরিবার'কে ১ লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হবে।

(৪) প্রথমবারের মত পরিচ্ছন্ন কর্মীসহ সকল দৈনিক ভিত্তিক নিয়োজিত শ্রমিকদের পোষাক, জুতা ইত্যাদি দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

(৫) পরিচ্ছন্ন কর্মীসহ সকল দৈনিক ভিত্তিক নিয়োজিত শ্রমিকদের দুই ঈদে উৎসব অনুদান দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। অন্যান্য ধর্মালম্বীরাও অনুরুপ সুবিধা পাবেন। যা এবার প্রথমবারের মত চালু করা হয়েছে।

(৬) কর্পোরেশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ ডিএনসিসি'র অধিভূক্ত এলাকার জনগণের ছেলে মেয়েদের পড়া লেখার জন্য নির্দিষ্ট হারে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। এ সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে।

এছাড়াও ডিএনসিসি'র কর্মচারী/পরিচ্ছন্ন কর্মী ও শ্রমিকদের জন্য ঝুঁকি ভাতা প্রদান, পরিচ্ছন্ন কর্মী ও দৈনিক ভিত্তিক শ্রমিকদের জন্য কল্যাণ ফান্ড গঠন ও সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য পেনশন প্রথা চালুর নিমিত্ত সদাশয় সরকারের নিকট অনুমোদন চাওয়া হবে। উপরে উল্লেখিত কল্যাণ মূলক স্কীম চালু হলে কর্পোরেশনের কাজে আরো গতি আসবে।

সভাপতি তাঁর সমাপনী বক্তব্যে বলেন সকল সংস্থার সাথে সমন্বয় করে দক্ষতা ও যোগ্যতানুযায়ী দায়িত্ব পালন করলে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের গতিশীলতা বহুগুনে বৃদ্ধি পাবে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও সুনাম অর্জনের জন্য দক্ষতা, নিষ্ঠা, সততা ও আন্তরিকতার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব/কর্তব্য পালন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ-

আলোচ্যসূচী	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
(ক)	বিগত ১১/০৭/২০১৫খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর, সাচিবিক দপ্তর, বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ।
(খ)	সর্বসম্মতিক্রমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের ৮০৩.১৯ কোটি টাকার সংশোধিত বাজেট এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের ১৬০১.৯৫ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদন করা হয়।	সকল বিভাগীয় প্রধান
(গ)	কর ধার্য্য ও আদায়ে বৈষম্য দূরীকরণ ও সমতা বিধানের লক্ষ্যে পঞ্চ-বার্ষিকী কর পুনঃ মূল্যায়ন (General Assesment) করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা
(ঘ)	আগষ্ট'১৫ মাসের মধ্যেই ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক সমূহের অগ্রাধিকার তালিকা পেশ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা
(ঙ) (চ) (ছ)	আলোচ্যসূচী ঙ, চ এবং ছ পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সাচিবিক দপ্তর
(জ)	২৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ঐচ্ছিক তহবিল অন্য খাত হতে আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ

অন্য কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় মাননীয় মেয়র ও সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ-১৬/০৮/২০১৫খ্রিঃ
আনিসুল হক
মেয়র
ও
সভাপতি
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
তারিখ- ১৭/০৮/২০১৫খ্রিঃ।

স্মারক নং-৪৬.২০৭.০০৬.০৩.০০.২৪৩৮.২০১৫-৯০৪

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

১) সকল সম্মানিত কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং-...../সংরক্ষিত আসন নং.....।
২) সকল বিভাগীয় প্রধান.....।
৩) সকল আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল.....।
৪) মেয়র মহোদয়ের একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'র স্টাফ অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৬) সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২ ও সাধারণ প্রশাসন শাখা।
৭) অফিস কপি।

(মোঃ আব্দু ছাইদ শেখ)
সচিব
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন